000 29

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 APR 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

কি হচ্ছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে

ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরপর দু'দিন বড় রকমের হাঙ্গামা হয়েছে। ভাঙচুর ও পুলিশের সঙ্গে সাধারণ ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়েছে। অর্ধশতাধিক আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে আমাদের ময়মনসিংহ সংবাদদাতাও রয়েছেন। পুলিশী এ্যাকশনের ছবি তুলতে গেলে তিনি পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত ও আক্রান্ত হন বলে পত্রপত্রিকায় অভিযোগ উঠেছে। সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাধাদানের ঘটনা এর আগেও বহু ঘটেছে।

১১২ দিন বন্ধ থাকার পর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিনটিতেই ধর্মঘট ডেকেছিল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। তাদের দাবি, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযানকালে হল থেকে আটক ছাত্রদল নেতা ও বাকসু জিএস শামসুল আলম তোফাকে ছেড়ে দিতে হবে। ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মঘটে সাধারণত নির্ধারিত পরীক্ষা অনুষ্ঠানকে ছাড় দেয়া হলেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ছাড় দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাকি বলেছিলেন যে, পরীক্ষা হবে। ছাত্ররা পরীক্ষার হলে হাজির হয়ে দেখে পরীক্ষা হবে না, শিক্ষকরা গরহাজির। উপরন্তু তারা ছাত্রদলের পিকেটারদের বাধার মুখে পড়ে।

এ অবস্থায় ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে ভিসি'র বাসভবনে গিয়ে ভাঙচুর চালায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকরা পরদিন আবার ধর্মঘট ডাকেন। কিন্তু এ খবর নাকি ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছেনি। তারা যথারীতি ক্লাস করতে এসে সবকিছু বন্ধ দেখতে পায়। নতুন করে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সবগুলো হল থেকে ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে এসে বিক্ষোভ শুরু করে। বিভিন্ন অনুষদ, ভিসি ও শিক্ষকদের বাড়ি আক্রান্ত হয়। পুলিশ এসে হস্তক্ষেপ করলে সংঘর্ষ আরও ব্যাপকতা লাভ করে।

সংঘর্ষের সময় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভরত সাধারণ ছাত্রীদের ওপর চড়াও হয় বলে খবর বেরিয়েছে। সে অস্বাভাবিক নয় বৈকি। ছাত্রদল অস্ত্র আইনে আটক তাদের একজন নেতার মুক্তির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিনই ধর্মঘট ডাকে এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠানকেও ধর্মঘটের আওতার মধ্যে ফেলে এ দুঃখজনক পরিস্থিতির সূত্রপাত করেছে। কর্তৃপক্ষ যে কোন্ ভরসায় ছাত্রদের পরীক্ষার হলে আসতে বলেছেন বোধগম্য নয়। হলে পুলিশ বসিয়ে পরীক্ষা নেয়ার পরিকল্পনা নাকি করা হয়েছিল। পুলিশ নাকি চেয়েও পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিরা ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রছাত্রীদের তাদের অসহায়ত্বের কথা বুঝিয়ে বললে মনে হয় ঐরকম পরিস্থিতি অন্তত এড়ানো যেত। ভাঙচুর ইত্যাদির প্রতিবাদে পরদিন আবার ধর্মঘট ডেকে সেশন জটে ঝুলে থাকা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ক্ষিপ্ত করে তোলার প্রয়োজন হতো না।

আমরা মনে করি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সোম ও মঙ্গলবার যে গোলযোগ হয়েছে তার জন্য নিজ দলের সন্ত্রাসীদের প্রতিপালনের রাজনীতি যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা। 'শক্তিশালী' ছাত্র সংগঠনের বাধার মুখে পুলিশ প্রহরায় ক্যাম্পাসে পরীক্ষা অনুষ্ঠান যে এদেশে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তা কি তারা এখনও বোঝেননি? আর ছাত্রদল যার মুক্তি দাবি করে ধর্মঘট ডেকেছিল তার কি উজ্জ্বল কোন ভাবমূর্তি রয়েছে? নানারকম সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত থাকার জন্য ঐ ছাত্রনেতার নাম বহুবার পত্রিকায় এসেছে। বিএনপি সরকারের পতনের কয়েক মাস আগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে তুমুল গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটেছিল। নিজেদের ঐ সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছিল ময়মনসিংহ শহরেও। এক গ্রুপ হরতাল ডেকেছিল, অপর গ্রুপ হরতাল প্রতিহত করতে নেমেছিল। সংঘর্ষরত ছাত্রদলের ঐ দু'গ্রুপের একটির নেতা ছিলেন গত ১লা এপ্রিল পুলিশের হাতে আটক এই শামসুল আলম তোফা। অথচ তার মুক্তির দাবিই ১১২ দিন পর খোলা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনকে ঠেলে দিয়েছে নতুন সংকটের দিকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি এদিকে নজর দেবেন?